114

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 APR 1996
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

বাংলাদেশ সম্পর্কে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট

মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এখনও অনেক বিপত্তি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দক্ষিণ এশিয়ায় হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট '৯৬ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া বলেছেন, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মৌলিক কোন মতপার্থক্য নেই। পাকিস্তানের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এবং রিপোর্টটির অন্যতম প্রণেতা ডঃ মাহবুব-উল-হক বলেছেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ভবন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইসলামাবাদ ভিত্তিক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (এইচডিসি) উদ্যোগে প্রকাশিত রিপোর্টটির সহপ্রণেতা খাদিজা হকও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

এইচডিসি'র এই রিপোর্টে 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে' উল্লেখ করে বলা হয়, তা সত্ত্বেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন আজও বহু দূর– এ পথে রয়েছে অনেক বিপত্তি, অনেক সমস্যা। জাতীয় আয়ের কেবলমাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ধারা অব্যাহত রাখা হলে মৌলিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে পৌঁছা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ টেকনিক্যাল দক্ষতা অর্জন স্বপ্নই থেকে যাবে। রিপোর্টটিতে বাংলাদেশের জন্য ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদী একটি "বাস্তব ও সুষ্ঠু" কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়।

অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া অনুষ্ঠানে বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার প্রশ্নে বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে তেমন কোন মতবিরোধ নেই। তিনি বলেন, আমাদের সব দলের মধ্যেই এ উপলব্ধি বাড়ছে যে সামাজিক খাতে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ মাহবুব-উল-হক বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।